১.১. রাধাতত্ত্ব রূপ-এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলায় শ্রী গৌরহরি ও রামানন্দ রায় সংলাপে রাধাতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়।

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি অসংখ্য হলেও তিনটি হল প্রধান :

(i) চিৎশক্তি যাকে অন্তরঙ্গা বা স্বরূপ শক্তি বলা হয়।

(ii) মায়াশক্তি যা হল তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি।

(iii) জীবশক্তি যাকে তটস্থা শক্তি বলা হয়।

কৃষ্ণের স্বরূপ হল সৎ-চিৎ এবং আনন্দময়। আবার এই স্বরূপ শক্তির তিনটি রূপ আছে : আনন্দময় অংশে হ্লাদিনী শক্তি কৃষ্ণকে সর্বতোভাবে আনন্দ দান করেন। এই হ্লাদিনীর সার অংশ হল প্রেমভাব। প্রেমের পরম সার হল মহাভাব। আর এই মহাভাবস্বরূপা হলেন রাধা ঠাকুরাণী। রাধারাণী হলেন প্রেমের স্বরূপ দেহ, প্রেম বিভাবিত। তিনি হলেন কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠা প্রেয়সী যা জগতে সম্যকভাবে বিদিত।

কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করাই শ্রী রাধার মূল কাজ। কারণ মহাভাবস্বরূপা শ্রীমতি রাধিকা হলেন কৃষ্ণের বস্তু। তাই তিঁনি কৃষ্ণের সমস্ত বাসনাই পূরণ করেন। তাঁর বদনে কৃষ্ণের নাম, গুণ এবং যশকীর্ত্তনের বিরতি নেই। তাই একমাত্র তিনিই হলেন কৃষ্ণের প্রেমের খনি।

১.২ শ্রী রাধার আবির্ভাব লীলা

শ্রীমতি রাধিকার আবির্ভাব সম্পর্কে বিভিন্ন পুরাণ এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। তবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু উৎস থেকে তাঁর আবির্ভাব লীলা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১. গোবিন্দ বিজয় কাব্যগ্রন্থ

বৈষ্ণব মহাজন শ্রীল অভিরাম দাস গোস্বামী তাঁর "গোবিন্দ বিজয়" কাব্যগ্রন্থে শ্রী রাধার আবির্ভাব সম্পর্কে বলেন : ব্রহ্মা বহুদিন ধরে একটি বাঁশি তৈরি করেন। এতে নয়টি ছিদ্র রাখেন এবং সেগুলোতে নববীজ (নববিধা ভক্তি) রোপণ করে গোবিন্দকে সমর্পণ করেন। বহুদিনব্যাপী গোলক-বৃন্দাবনে গোবিন্দ ঐ বাঁশি বাজাতেন। এক সময় পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য তাঁর ইচ্ছা হল। তখন চিন্তা করলেন ধরণীতে গিয়ে কি বিলাস করবেন। এজন্য নিজের শরীর মন্থন করে রাধাকে সৃষ্টি করে তাঁকে আগে ধরণীতে যেতে বললেন। রাধা বললেন তুমি যে পরে আসবে তার নিশ্চয়তা কি? তখন গোবিন্দ ঐ বাঁশি রাধাকে দিয়ে বললেন এটি গুপ্তভাবে রাখবে। আমি এসে এটি দ্বারা লীলা করবো। আর এই অবসরে তুমি (রাধা) নিজের শক্তি দ্বারা অসংখ্য গোপী সৃষ্টি করবে।

"পরে অগ্রভাগ বেণুপর্ব্ব ছিল।
লক্ষাব্দ বসিয়া ব্রহ্মা বংশী নির্ম্মাইল ॥
নব রন্ধ্রে নব বীজ করিয়া রোপণ।
ভক্ত হয়্যা গোবিন্দে করিল সমর্পণ ॥
বীজাদি পুরুষ ব্রহ্ম গোলোকের পতি।
চিরকাল ছিলা বংশী গোবিন্দ সংহতি ॥
গোবিন্দ মুখারবিন্দ অমৃতের পানে।
গোপীর মহিমা গুণ করিয়াছে গানে ॥
বৃন্দাবন বিহারিতে ভারাবতারণে।
অবতার ইচ্ছা কৈলা দেব নারায়ণে ॥

যদি চিন্তা কৈল বৈকুণ্ঠের মাঝে।
ধরণী যাইব সত্য ধরণীর কাজে ॥
কি লইয়া বিহরিব হাস্য-পরিহাস।
সেই কালে আত্মারাম করিল প্রকাশ ॥
আত্মা মথন কৈল, মুকুন্দ মাধব।
তাহাতে জন্মিলা এক অনয়া রাধব ॥
তারে আজ্ঞা কৈল তুমি আগে যাহ ব্রজে।
পশ্চাৎ আসিব আমি দেবতার কাজে ॥
তবে সেই মহালক্ষ্মী কন করপুটে।
ধরণী যাইবে নাথ প্রিত্যয় কি বটে ॥
তবে সেই মুরলী মুকুন্দ লঞা করে।
সমর্পিল সেই বংশী অনয়ার তরে ॥
রাখিবে গুপ্তে বংশী যাবত না যাই।
চিনিয়া লইব বংশী তোমা সবা ঠাঞি।
বৃকভানু আদি করি আভীর মণ্ডল।
তাহাই জন্মিলা গিয়া লক্ষ্মী যে সকল ॥
রাখিয়া ছিলেন বংশী প্রেমের সংপুটে।
যার প্রেমে তিলক গোবিন্দ নাঞি টুটে ॥
এইরূপে দুই সে পরমরত্ন আসি।
বৃকভানু ঘরে দুঁহে পরম প্রকাশি।

২. পদ্ম পুরাণ মতে : পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে—

"ভাদ্র মাসি শীতে পক্ষে অষ্টমী সংজ্ঞকে তিথৌ।
বৃষভানোর্যজ্ঞভূমৌ জাতা সা রাধিকা দিবা ॥

অর্থাৎ শ্রীমতি রাধিকা ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে বৃষভানু রাজার যজ্ঞ ভূমিতে দিনের বেলায় আবির্ভূতা হন। আরো বিস্তৃতভাবে বললে তিঁনি শ্রী বৃন্দাবনের রাভেল নামক গ্রামে কীর্ত্তিদা সুন্দরী এবং শ্রী

বৃষভানু রাজার দুহিতারূপে ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে সোমবার দুপুর বেলায় সর্বদিক আলোকিত করে আবির্ভূতা হন।

বৈষ্ণব রসিকরা শ্রী রাধার আবির্ভাব মাস, পক্ষ এবং তিথি সম্পর্কে বলেন :

১. কেন ভাদ্র মাসে? সিংহ লগ্ন বলে?
২. শুক্লপক্ষে কেন? তপ্তকাঞ্চন বর্ণা হবেন বলে?
৩. কেন অষ্টমী তিথিতে? কৃষ্ণের মত একই তিথিতে এবং কৃষ্ণ প্রেমে বিগলিত হবেন বলে?

৩. ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ মতে : গোলোকধামে একবার শ্রীকৃষ্ণ দুই ভাগে ভাগ হন। তাঁর ডানদিকের অঙ্গ থেকে একটি শ্যামবর্ণ মূর্তি এবং বাম অঙ্গ/পার্শ্ব থেকে একটি হেমাঙ্গ মূর্তি প্রকাশ পায়। এই হেমাঙ্গ মূর্তি শ্যাম মূর্তিকে (কৃষ্ণকে) লাভ করবার (রা) জন্য ধামমান (ধা) হন বলে ঐ হেমাঙ্গ মূর্তি রাধা নাম ধারণ করেন। এই সময় শ্রী রাধার রোমকূপ হতে অসংখ্য গোপী এবং কৃষ্ণের রোমকূপ হতে অসংখ্য গোপ এবং গাভী আবির্ভূত/সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন হল গোলোকের রাধা বৃন্দাবনে চলে এলেন কীভাবে? বলা হয়েছে গোলোক ধামে বিরজা সখীর কুঞ্জে কৃষ্ণ তার সাথে মিলিত হন। কৃষ্ণ সখা সুদামা দ্বাররক্ষী ছিলেন। রাধা সখীদের কাছ থেকে তা শুনে সেখানে যান। সুদামা তাঁকে কুঞ্জের ভিতরে যেতে বাধা দেন। তখন রাধিকা সুদামাকে অভিশাপ দেন দৈত্যরূপে জন্ম নাও। সুদামা পাল্টা অভিশাপ দেন : গোপ কুলে জন্ম নাও। শতবর্ষ কৃষ্ণ বিরহ সহ্য করবে।

উপরোক্ত অভিশাপের দরুণ বৃষভানু রাজার গৃহে শ্রীমতি রাধিকা আবির্ভূত হন। বৃষভানু রাজার স্ত্রী কীর্তিদা বায়ুগর্ভ ধারণ করেন। কিছুদিন পর বায়ু প্রসব করলে তার মধ্যে রাধা আবির্ভূত হন। বার বছর পর বৃষভানু আয়ান গোপের (যশোদার ভাই) সাথে রাধার বিবাহের উদ্যোগ নিলে রাধা নিজের ছায়ামূর্তি তৈরি করে অদৃশ্য হন। এই ছায়ামূর্তির সাথেই আয়ান গোপের বিবাহ হয়।

ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে রাধা শব্দের উৎপত্তি দেয়া আছে।

রা শব্দোচ্চারণাদ্ ভক্তো ভক্তিং মুক্তিঞ্চরাতি সঃ।
'ধা' শব্দোচ্চারণেনৈব ধাবত্যেব হরেঃ পদম্ ॥

অর্থাৎ 'রা' শব্দ উচ্চারণ করলেই ভক্তি-মুক্তি সঞ্চারিত হয়। আর 'ধা' শব্দ উচ্চারণ করলে শ্রীহরির পদ লাভ হয়।

৪. **ললিতমাধব-নাটক মতে :** শ্রীল রূপ গোস্বামী লিখিত শ্রী **ললিতমাধব** নাটকে শ্রীমতি রাধিকার আবির্ভাব লীলা সম্পর্কে এই কাহিনী রয়েছে : হিমালয় পর্বত শিবকে নিজের কন্যা গৌরীকে দান করে খুব গর্বিত হন। হিমালয়ের সাথে প্রতিযোগিতার জন্য বিন্ধ্য পর্বত কন্যা কামনা করে ব্রহ্মার তপস্যা করেন। তার তপস্যায় প্রীত হয়ে ব্রহ্মা বর দেন যে সে দুটি অতি গুণময়ী কন্যা সন্তান লাভ করবে। এই কন্যাদ্বয়ের পতি এমন একজন হবেন যিনি দেবাদিদেব মহেশ্বরকে পর্যন্ত পরাজিত করতে সমর্থ হবেন। অর্থাৎ বিন্ধ্যের মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

একসময় শ্রীবৃষভানু রাজা এবং তাঁর ভাই চন্দ্রভানুর দুইপত্নী গর্ভধারণ করেন। ব্রহ্মার প্রার্থনায় যোগমায়া এই দুই গর্ভ আকর্ষণ করে ঐ দুই কন্যাকে বিন্ধ্যগিরির স্ত্রীর গর্ভে স্থাপন করেন। এদিকে শ্রীবৃন্দাবনে যেসব অসাধারণ ছেলে এবং মেয়েরা জন্ম নিচ্ছিল তাদেরকে অপহরণ করার জন্য কংস পুতনা রাক্ষসীকে নিয়োজিত করে। সে তাদেরকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কারণ দেবকী কন্যা দেবী অষ্টভুজা কংসকে বলেছিলেন যে, উত্তম মাধুর্যমণ্ডিতা অষ্ট মহাশক্তি রাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা, পদ্মা, শৈব্যা, শ্যামা এবং ভদ্রা একসময় পৃথিবীতে আবির্ভূতা হবেন। এই অষ্ট মহাশক্তির মধ্যে আবার দুই বোন বিশেষভাবে গুণবতী এবং যুথেশ্বরী হবেন।

বিন্ধ্যপর্বতের গৃহে ঐ দুই কন্যা আবির্ভূতা হন। তখন পুতনা রাক্ষসী তাদেরকে অপহরণ করে পলায়নকালে বিন্ধ্যাচলের পুরোহিত রাক্ষস নাশক মন্ত্র উচ্চারণ করলে সে ভীত হয়ে পড়ে। ঐ অবস্থায় তার হাত থেকে প্রথমা বোন চন্দ্রাবলী বিদর্ভদেশ প্রবাহিনী স্রোতে পতিত

হয়। বিদর্ভের রাজা ভীস্মক তাকে পেয়েছিলেন। আবার পৌর্ণমাসী পুতনা রাক্ষসীর কোল থেকে রাধা, ললিতা, ভদ্রা, শৈব্যা ও শ্যামা এই পাঁচ কন্যাকে পেয়েছিলেন। পরে তিনি এই মাধুর্য মণ্ডিতা পাঁচ কন্যাকে গোপীদের মধ্যে ভাগ করে দেন। বিশাখা পুতনার কোল থেকে পড়ে যমুনার জলে ভেসে যাচ্ছিলেন। আয়ান গোপের মা জটীলা তাকে পেয়েছিলেন।

৫. অপরাপর উৎস ও আলোচনা মতে : শ্রী রাধার জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে কিছু গৌণ আলোচনা আছে। তবে সব বক্তব্য সঠিক নয়।

(i) বড়ু চণ্ডীদাসের **শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন** গ্রন্থে দেখা যায় : কৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্য দেবতাদের অনুরোধে লক্ষ্মী গোকূলে সাগর গোয়ালার পত্নী পদ্মার গর্ভে জন্মালেন। তাঁর বিবাহ হল নপুংসক আইহন (আয়ানের) বৃত্তান্ত সঙ্গে।

কাহ্নাঞির সম্ভোগ কারণে।
লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে ॥
আল রাধা পৃথিবীতে কর অবতার।
থির হউ সকল সংসার। আল রাধা ॥
তে কারণে পদুমা উদরে।
উপজিলা সাগরের ঘরে।
তীন ভুবন জন মোহিনী ॥

কিন্তু আমরা জানি গোকুলে বৃষভানু রাজার দুহিতা হলেন রাধা। **শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন** গ্রন্থে বড়ু চণ্ডীদাস রাধাকে অতি সাধারণ গোয়ালিনী বধু হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। এখানে বৈষ্ণবদের অপরাপর গ্রন্থের মতো রাধা রাজঐশ্বর্যলীলা নন। একেবারে মধ্যযুগীয় সহজিয়াদের মনের মতো বর্ণিতা তিনি যা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

(ii) কিছু তন্ত্রশাস্ত্রে রাধাকে পরমা প্রকৃতি আদ্যাশক্তিরূপে বিবেচনা করা হয়েছে। ভগবান নাকি সামান্য শিশুর মতো একসময় সমুদ্রের জল-তরঙ্গে শায়িত ছিলেন। তিঁনি সে সময় পরাশক্তি পরমোত্তমা রাধার দ্বারা পালিত হন। নিরাকারা জ্যোতির্ময়ী নিত্য লীলাময়ী সেই রাধা

বারবার মহাসমুদ্রে বিচরণ করেন। সেই অযোনিসম্ভবা রাধা সৃষ্টি করবার জন্য মনস্থির করলেন এবং নিজ হৃদয় থেকে পুরুষকে বার করলেন। এই পুরুষই লীলাময়ীর লীলা পালনের জন্য সবকিছু সৃষ্টি করলেন। এখানে নিরাকারা নির্গুণা প্রকৃতি স্বগুণা ও আকার সম্ভুতা (রাধা) হলেন বিশ্বকে লীলা চঞ্চল করার জন্য। এক কথায় তন্ত্র শাস্ত্রে শ্রী রাধা নিজের স্বতন্ত্রতা—অর্থাৎ নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে পরে ভগবানকে সৃষ্টি করেন। এসব কথা বৈষ্ণব শাস্ত্রের একান্ত বিরোধী মনে রাখতে হবে।

শ্রী রাধা হলেন পরমেশ্বর ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। জীব উদ্ধারই তাঁর কাজ। সে কাজ তিনি তাঁর পুরুষ প্রধান কৃষ্ণের মাধ্যমেই করান। বহু বহু পূর্বেই শ্রী রাধার আবির্ভাব সঘন করুণাময়ীরূপে। শ্রী জয়দেব-এর শ্রী গীতগোবিন্দ, লীলাশুক বিল্ব মঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণ কর্নামৃত, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন ইত্যাদি গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ লীলার বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু তারও অনেক আগে শ্রী রাধা প্রক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন ভক্ত-কবির শ্লোকে আংশিকভাবে ধরা দেন।

ভারতের "অন্ধ্র প্রদেশের সাতবাহন রাজা হালের সংঙ্কলিত গাথা সপ্তশতীতে "রাধা" নাম উদ্ধার করেন পাইরিরশ্মি নামক এক কবি। সেখানে কবি বলছেন—হে কৃষ্ণ, তুমি ফুঁ দিয়ে শ্রী রাধার নেত্র থেকে ধূলিকণা বার করে দিয়ে আর সব সমবেতা গোপীদের গৌরব চূর্ণ করলে। এই গাথা সপ্তশতীতে বৃন্দাবন লীলা এবং গোপবধুদের সঙ্গে কিশোর কৃষ্ণের পরকীয়া প্রেম কাহিনী বর্ণিত হয়েছে নানাভাবে। (শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী, রাধা তন্ত্রম, পৃ. ৫-৬)।

(iii) শ্রীমদ্ ভাগবতে "রাধা" নেই বলে জড়বাদী সমালোচকরা প্রচার করলেও শ্রীল রূপগোস্বামী ভক্তিযুক্ত সূক্ষ্ম তর্ক বিচারে প্রমাণ করেন, ভাগবতে রাধা আছেন।

> **"অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।**
> **যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যাবনয়দ্রহঃ ॥"**
>
> (শ্রীমদ্ ভাগবতম ১০/৩০/২৪)

অর্থাৎ এই গোপীজন দ্বারা নিশ্চয় ভগবান হরি আরাধিত হয়েছেন বলেই তিনি আমাদের মতো গোপীদের ছেড়ে মহানন্দে তাঁকে গোপন স্থানে নিয়ে গেছেন। এই "অনয়া রাধিতো" অংশে শ্রীল রূপগোস্বামীসহ অপরাপর বৈষ্ণব মহাজনেরা শ্রী রাধার সন্ধান পেয়েছেন।

(iv) একাদশ শতকের **বিদ্যংকরের** লিখিত **সুভাষিত রত্নকোষ** গ্রন্থেও রাধা আছেন। কিছু তন্ত্রে রাধার উল্লেখ আছে। তন্ত্র মতে শ্রী রাধা পরমা প্রকৃতি এবং আদ্যাশক্তি।

বৈষ্ণব শাস্ত্রের আলোকে বলা যায়, আরাধনার দ্বারা কৃষ্ণের সকল প্রকার সত্তা পূরণ করেন বলেই তাঁর হ্লাদিনী শক্তি রাধা নামে পরিচিতা।

(v) **আনন্দ বর্ধন** নবম শতকের একজন অলংকার শাস্ত্রবিদ ছিলেন। এর **"ধ্বন্যালোক"**-এর একটি শ্লোক রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে রচিত। দশম শতকের একজন কবি ছিলেন **ত্রিবিক্রম ভট্ট**। তাঁর "নলতম্পুতে" রাধা ও কৃষ্ণের কথা আছে :

"শিক্ষিত বৈদগ্ধ্যকলাপ-রাধাত্মিকা পরম পুরুষ
মায়াবিনী কৃতকেশিবধে রাগং বয়াতি"

অর্থাৎ কেলিকলাকুশলী রাধা পরমপুরুষ মায়াময় কেশিহন্তার (শ্রীকৃষ্ণ) প্রতি অনুরক্তা।

(vi) বুদ্ধের উপাসক **বিদ্যাকরের** সংকলিত বিভিন্ন শ্লোকের মধ্যে একটি শ্লোকে দেখা যায় বিরহিনী রাধা সখীদের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে কৃষ্ণের খোঁজ নিচ্ছেন, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না।

(vii) ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় শ্রীজয়দেব গোস্বামীর শ্রী গীতগোবিন্দেই সর্বপ্রথম সন্ধান পাওয়া যায় শ্রীরাধার বিরাটত্ব যেখানে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ লালিত, পালিত এবং বিনিন্দিত। রাধা শুধু ব্রজনারী নন, তিনি কৃষ্ণকে বিশ্বকাজের জন্য প্রেরণা শক্তিদাত্রী। কৃষ্ণ রাধার কাছে চিরবন্দী। অনন্তার (রাধা) সাথে অনন্তের (কৃষ্ণ) সংহতিই জয়দেবের শ্রীরাধা। তাই শ্রী গীতগোবিন্দের একস্থানে শ্রীল জয়দেব লিখেছেন :

কংসারিরপি সংসার বাসনাবদ্ধ শৃঙ্খলাম।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজ সুন্দরী ॥

রাধাহীন কৃষ্ণ অনড়। রাসলীলা হল রাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা। তার পরিচালক কৃষ্ণ। কিন্তু রাধাহীন কৃষ্ণ সেখানে অনড়। পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি তিনভাগে বিভক্ত : সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। সমগ্র চিৎ জগত প্রকাশ হয়েছে সন্ধিনী শক্তির ভিত্তিতে। সম্বিৎ হল শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান শক্তি। কৃষ্ণভক্তরা এর সাহায্যে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেন। হ্লাদিনী শক্তির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। এই শক্তির কৃপায়ই ভক্তরা কৃষ্ণ প্রেমের আনন্দ সমুদ্রে অবগাহন করতে পারেন। এই হ্লাদিনী শক্তির মূর্তি হলেন শ্রীমতি রাধারাণী।